দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 JAN 1997
পৃঃ ৭ কলাম ৩

## সুষ্ঠু পরিচালনা ও তদারকির অভাব

# বান্দরবানে স্কুলগুলোর বেহাল অবস্থা ঃ শিক্ষিতের হার হ্রাস

।। একেএম জাহাঙ্গীর ।।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় শিক্ষিতের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর নিয়মতান্ত্রিক সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে এলাকার ৭৫ ভাগ শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

বেসরকারী হিসাব মতে, প্রায় পৌনে চার লাখ লোকের বসবাস বান্দরবান জেলায়। এ লোকসংখ্যার মধ্যে প্রায় সোয়া লাখ শিশু যাঁদের মধ্যে মাত্র ২৫ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। বাকি ৭৫ ভাগ শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। জেলায় ১৪৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে হাতে গোনা ১৫/২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিশেষ করে জেলা সদরে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলো ব্যতিরেকে বাকি বিদ্যালয়গুলোর নিয়মিত শিক্ষাদানের তদারকির অভাবে স্কুলগুলোর পড়ালেখার পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে লাগাতার শিক্ষক অনুপস্থিতিতে স্কুলগামী শিশুর অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানে নিরুৎসাহিত হয়ে মা-বাবার সাংসারিক কাজে সাহায্য করার কাজে লাগাচ্ছেন। জেলার মোট পৌনে চার লাখ লোকের মধ্যে প্রায় আড়াই লাখ লোক নিরক্ষর। এদের শিশু সন্তানরাও স্কুলগামী হচ্ছে না। এতে করে জেলার শিক্ষিতের হার দিন দিন কমে আসছে।

পাহাড়ী জীবন ধারায়, উপজাতীয় সমাজে শিশু-কিশোর থেকেই সকল বয়সী ছেলে-মেয়েরা তাদের ঐতিহ্যগত জুম চাষের পাহাড় পরিষ্কার থেকে শুরু করে ধান, তিল, তুলা, আদা, মরিচ এসব ফসল বোনা ও তার পরিচর্যার কাজ করে আসছে। এরা সাধারণত কোনো আক্ষরিক জ্ঞান লাভ করে না।

১৯৬২ সাল থেকে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার যাত্রা শুরু থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রমে একটা গতিশীল অধ্যায় বিরাজিত ছিলো। সাবেক এরশাদ সরকারের সৃষ্ট তিন পার্বত্য জেলায় স্বশাসন প্রবর্তন দ্বারা স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকার নিয়ন্ত্রিত মোট ২২টি বিভাগকে পরিষদে ন্যস্ত করা হয়। এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ অন্যতম। দীর্ঘ বছরের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কার্যত হিতের বিপরীত হয়েছে সরকারের এ সিদ্ধান্তে।